সিনেমার জয়ঢাক

(সিনেমার পাঁচালী)

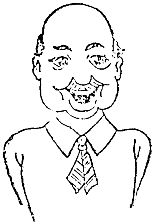

বিরস বাংলার সরস কথা

লেখক : শ্রীকুমার পাঠক

"দেওয়া নেওয়া"

নগদ নারায়ণ দশ পয়সা।

ভূমিকা

হাজার বছর ধরে কবি গান পালা গান যাত্রা গান চড়ে
এসে গেছি আজ মোরা থিয়েটার ছায়াছবির নূতন জগতে
বাল্মিকী শকুন্তলা রাম সীতা শ্রীকৃষ্ণের কথা ও কাহিনী
উৎসবে আনন্দে মোরা এই সব কথা কত শুনি।
আমি ক্লান্ত আজ, বাস, ট্রাম, ট্যাক্সি, রিক্সা, আর ট্রেন,
এর মাঝে দু ঘন্টা শান্তি দিয়েছিল চলচ্চিত্রে নার্গীস হেলেন

গুল তার একাকার তবু ছবি দেখো যত পারো,
এই হাসি এই গান এই ড্যান্স পাবে তুমি আরো
দীল দেকে দেখে দেখে শেষে ভাবি আমি কত বোকা
ব্ল্যাকের টিকিট কিনে. খেয়ে যাই মস্ত বড় ধোঁকা
তবু দেখি ফের তারে অন্ধকারে হেসে-গেয়ে নেচে-কেঁদে
মাৎকরে এক
দিলীপ রাজেন্দ্র মালা ওয়াহিদা শর্মিলা দেবিকা।

সমস্ত দিনের শেষে হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পরে
সমস্যায় জর্জ্জরিত জীবনের চিন্তা করে করে
পৃথিবীর সব সুখ ডুবে গেলে—মৃত্যু যেন করে আয়োজন
একটু সান্ত্বনা নিয়ে মনে হয় গড়ে তুলি মন।
সব লোক ছুটে আসে আমি আসি জীবনের কিছু শান্তি পেতে
থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার সিনেমার
ছবিতে আমি

গল্প হলেও সত্যি

ঘুমভাঙার গান এসেছিল বটে ভাঙাতে লোকের ঘুম
চারদিক থেকে উঠল হাহাকার সমালোচনার ধূম।
কাগজে কাগজে সমালোচকের কর্কশ ভরা কাকের কণ্ঠ,
আবেগে এরাই দিশাহারা, পেলে বোম্বে মার্কা খিচুড়ী ঘন্ট।
দুই দুই বার সেন্সর হল চৌদ্দ শ ফুট হয়েছে কাট
এক টুকরো আগুনে সারা দেশটাই হয়ত পুড়িয়া হইত মাঠ।
বিলাস মত্ত সাহেব বিবি গোলাম কি আর সেখানে
টেঁকে?

দীপ জ্বেলে যাই গোধূলী বেলায় নূতন জীবনের স্বপ্ন দেখে।
পূব দিকে দেখো উঠেছে সুরজ প্যার কিয়ে যা সবার সাথে
বস্তি গোয়ালার গলির মানুষ ময়দানে চলে ঝাণ্ডা হাতে
পাকে পাকে বাধা মানুষের কভু চাওয়া ও পাওয়ার
আছে কি শেষ

দুখী নই আজ, অতিথি সবাই ভাড়া বাড়িতেই কাটায় বেশ।
নদীর বালু চরে কাটিছে জীবন দিবারাত্রির কাব্য লিখে
মাটিও মানুষে জীবন মৃত্যুর সংগ্রাম আজ চতুর্দ্দিকে।
হারানো সুরের স্মৃতিটুকু থাক বিধিলিপিটাই নিয়েছে মেনে।
[illegible] মোর উত্তরপুরুষ রাস্তা সে ঠিক নিয়েছে চিনে।
রাজদ্রোহী সে শুনতে পাচ্ছি বন্দী তাহলে হবে সে জেলে
গল্প হলেও সত্যি একথা বুঝবে ক'দিন এগিয়ে এলে।

সেই এক-ই

কত বিচিত্র চরিত্র আমরা চোখের সামনে দেখছি নিত্য
কৃষক মজুর দীন দরিদ্র ভিখারী আমীর মধ্যবিত্ত
সংঘাতময় জীবন মোদের তার ছবি কই দেখতে পাচ্ছি?
আওয়ারা মার্কা বদ্ তামিজের ছবিগুলো দেখতে যাচ্ছি।
কোথায় দেখছি কৃষান মজুর তাদের জীবন তাদের দাবী
একফালি চাঁদ একটু আকাশ, গানে আর নাচে খাচ্ছে খাবি
একখানি ঘর সোফায় সাজানো একখানি বাড়ি, একটি গাড়ী
হীরো হয় ধনী যা চাহে যখনি এসে যায় যেন জমিনদারী
দিব্বি তোফায় কাটায় সোফায় যোগ দেয় নাক ধর্ম্মঘটে।
সত্যিকারের জীবন চিত্র—সে জীবন কই ছবিতে ওঠে?
হীরোর বাগানে রোম্যান্স ভরা নানা রকমারী ফুলই ফোটে
আজ যে এ্যাক্টর কাল ডিরেক্টর পরশু সে হয় সাহিত্যিক
হলে পয়সা খেল দেখায় এ্যায়সা করে ফরসা চতুর্দ্দিক।
নায়ক বলতে কেষ্ট ছাড়াত কেউ ছিল না এ বৃন্দাবনে
কত অভিসার কতই না লীলা করে গেল একা শ্রীরাধা সনে
সেই একই লীলা এখনও দেখছি থিয়েটারে আর সিনেমায়
বাঁশের বাঁশীটি হাতে নেই শুধু পিয়ানো গীটার ধরেছে হাতে
সাজ পোষাকেতে কায়দা কানুনে হয়েছে একটু রকম ফের
গরু চড়ে না আর গাড়ী চড়ে চলে টাকা পয়সাও রয়েছে ঢের
তা না হলে সেই বিরহ মিলন সখী সখী ভাব এখনও আর
মোটরেতে চড়ে বুকটি ফুলায়ে এখন আর সে চড়ে না গাড়

স্যুটিং

প্রযোজক গ্যাণ্ডারীরাম বাটপাড়িয়া প্রোডাকশনের হিট ছবি "মারকাটারি মর যানা" পর নূতন চাঞ্চল্যকর ছবি "ধোকে বাজ"য়ের স্যুটিং চলছে। ষ্টুডিও চত্বরে— বাটপাড়িয়া স্বয়ং হাজির হয়েছেন স্যুটিং দেখতে। নায়ক বম্বাট কুমার, ভিলেনের ভূমিকায় ডাব্বুরাম। নায়িকা তরকারী খোশ্‌লা একপাশে দাঁড়িয়ে। পরিচালক তোপচাঁদ ঝোপড়া নির্দেশ দিচ্ছেন।

তোপচাঁদ.—রেডি, ষ্টার্ট……ষ্টার্ট…… .

(সঙ্গে সঙ্গে নায়ক একলাফে মুক্ত তরবারি হস্তে প্রবেশ করিল)

বম্বাটকুমার—দেখো ডাব্বু, হোঁশিয়ার তো জানা. উধর আগে জেকে খেল মৎ করনা……হুঁ,

ডাব্বু- খামোশ, তুমহারে মাফিক কিতনে রঙবাজকো হাম সিধা কর দিয়া। চলা যাও তিয়াসে।

তোপচাঁদ- কাট্‌…কাট… কাট…, (রেগে গিয়ে ডাব্বুকে) সিধা করনেওয়ালা তুম কোন্ হ্যায়? হাম সিধা করেগা, ইয়ে সিনমে ফাইট চাহিয়ে, তুম লড় যাও। এগেইন, রেডি………ষ্টার্ট……ফাইট সুরু হল।

বাটপাড়িয়া—বহুৎ আচ্ছা, হাঁয়া একঠো গানা চাহিয়ে...
গানা-গানা। তোপচাঁদ ঝোপড়ার নির্দ্দেশে সঙ্গে সঙ্গে
গান সুরু হয়ে গেল। তখনও জোর ফাইট চলছে,
ডাকু হেরে গিয়ে এক লাফে ওপর থেকে একটা চলন্ত
খড়ের গাড়ীর উপর পড়ল। নায়ক তখন বীরের মত
একা দাড়িয়ে কি করবে ভাবছে।

বাটপাড়িয়া—আভি তরকারী দেবী...তরকারী দেবীকো ভেজো

(কাঁদতে কাঁদতে তরকারী দেবীর প্রবেশ)

তরকারী—মেরা তকদীর আপ্ কো বহুৎ পরেশান কিয়া

ঝঞ্চাট—কই বাৎ নেহী জরুরৎ হোনেসে হাম এ সব ধোকে
বাজকো টুকড়া টুকড়া কর সেখতা।

বাটপাড়িয়া—ড্যান্স, ড্যান্স হাঁয়া একঠো ড্যান্স চাহি।

(সঙ্গে সঙ্গে নাচ সুরু হয়ে গেল ওখানে)

বাটপাড়িয়া—ইয়ে ছবি সুপার হীট হোগা।
তোপচাঁদ, আপ সাচ মুচ্ সমাজদার আদমী...।

সিনেমা প্রণাম

নমঃ বসুশ্রী ইন্দিরাশ্ছায়া ভারতী অরুণাস্তথা
উজ্জ্বলা শ্রীরাধা চিত্রাং গণেশস্তু নমোস্তুতে
রূপালী জনতা নেত্রং ভবানী চিত্রপুরীতে
স্মরনেতু রক্সী খান্নাং মেট্রো বীণাং নমোস্তুতে।

সিনেমা পাঁচালী

জন্ম যখন হল তব সমুদ্দুরের পারে
পৃথিবীতে নরগণ ধন্য ধন্য করে।
আগে ছিল সাইলেন্স তুমি, পরে টকি হলে
জ্যাঠা খুড়া মাসি পিসি বলিতে শিখিলে।
'শ্রীকৃষ্ণ' নামেতে হলে বাণীতে উদয়
শ্যামবাজারে 'রাধা' নামে তব পরিচয়।
কাঁচরা পাড়ায় চন্দননগরে শ্রীদুর্গা রূপিণী
উত্তরপাড়ায় 'গৌরীরূপে' রয়েছ জননী।
নৈহাটীতে 'রামকৃষ্ণ' রূপে দেখা দিলে
খড়দহেতে 'শ্রীমা' তুমি জানে তা সকলে।
জনতা 'প্রভাত' তুমি মেনকা 'ইন্দিরা'
দমদমাতে 'নেত্র' তুমি—তুমিই 'অপেরা'
তুমি চম্পা তুমি জ্যোতি তুমি গৌরী মীনা
জনতা প্রভাত ক্রাউন ভারতী অরুণা
চিত্রা প্রাচী বীণা তুমি রূপালী ভবানী
উজ্জ্বলা চিত্রপুরী খান্না রূপবাণী
ছবিঘর পূরবী তুমি শিয়ালদাতে জানি
কত কীর্ত্তি রেখে গেলে ওগো ছবিরাণী।
প্যারাডাইস ওরিয়েণ্ট নিউ এম্পায়ার
লাইট হাউস মেট্রো এলিট তুমি টাইগার।
বসুশ্রী ছায়া তুমি মিনার বিজলী
তুমি পূর্ণ তুমি শ্রী জানে তা সকলি।

ভাটপাড়াতে অবতীর্ণা রূপশ্রী নামে
বসন্ত নাম তব কাটিহার ধামে
উলুবিড়েয়ায় ছায়াগীতি পাটনাতে অশোক
শ্যাওড়াফুলির উদয়ন জানে বহু লোক।
বেলঘরিয়ায় বিভা রূপে তুমি দেখা দিলে
লিলুয়াতে শ্রমিক রূপে উদিত হইলে।
বালিগঞ্জে আলেয়া তুমি আহা মরি মরি
শ্রীরামপুরে হলে তুমি মানসী সুন্দরী
সিনেমার এ পাঁচালী যে নিত্য পাঠ করে
শান্তি সুখে বিরাজে সে পৃথিবী মাঝারে

প্রার্থনা

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
আমি যেন হ'তে পারি নন্দা গীতাবলী।
ডিরেক্টর বলে, হাস, নাচ, ধিন্ ধিন্
তেমনই করিতে যেন পারি এ্যাক্টিং
সিনেমা পত্রিকা যেন বড় ভালবাসি।
ফটো নিতে এলে মুখে লেগে থাকে হাসি।
উত্তম ধর্মেন্দ্র দীলিপ সৌমিত্র কিশোর
এদের মত নাম দেশে ছেয়ে যাবে মোর।
যদি ঘোরাঘুরি করে কারো হতে পারি চেলা
দাড়ালে করবে না কেউ আর অবহেলা।
পুরোপুরি আজ থেকে দাও যদি মন
একদিন হতে পার উত্তমের মতন।

শ্রীরঞ্জিতকুমার পাঠক কর্তৃক ১নং গড়ফা মেন রোড হইতে প্রকাশিত ও কমার্শিয়াল প্রেস, ৮০ ইব্রাহিমপুর রোড কলিকাতা ৩২ হইতে মুদ্রিত।